বেঈমানরা চলিয়া গেলে ঐক্যের ক্ষতি হইবে না ..... খালেদা জিয়া

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল বৃহস্পতিবার বিএনপি চেয়ারপার্সন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া চারদলীয় ঐক্যজোট ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, বেঈমানরা চলিয়া গেলে ঐক্যের ক্ষতি হইবে না। ঐক্য আছে, ঐক্য অটুট থাকিবে। '৯১ সালের নির্বাচনে জাতীয় বেঈমানদের ভোটের মাধ্যমে জনগণ জবাব দিয়াছিল। জনগণ আগামী নির্বাচনেও বেঈমানদের জবাব দিবে। গতকাল বিকালে রাজধানীর পল্টন ময়দান হইতে চারদলীয় জোটের এক বিশাল গণমিছিল-পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বেগম খালেদা জিয়া বয়োবৃদ্ধ নেতা শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকসহ বিরোধী নেতাদের মুক্তি না দিয়া 'অন্যদের' মুক্তি দেওয়ার কি অর্থ –এই প্রশ্ন রাখিয়া বলেন, যাহারা দালালী করিতেছে তাহারা জেল হইতে মুক্তি পাইতেছে, আর যাহারা আপোষ করে না, তাহারা ছাড়া পাইতেছেন না। তিনি বলেন, শীঘ্রই সকল নেতাই মুক্তি পাইবেন। যাহারা অন্যায় করিয়াছে তাহাদেরকে সেই জায়গায় যাইতে হইবে। কুড়িগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ-এর নগ্ন আক্রমণের প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সেনাবাহিনী সরাইয়া নেওয়ার জন্য চাপ দিতেই এই ঘটনা ঘটানো হইয়াছে। পার্বত্য চুক্তির সময় আমরা বলিয়াছিলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ থাকিবে না। তাহার নীলনক্সা হিসাবে এই হামলা। তিনি বলেন, নীলফামারী সীমান্তে একটি এলাকায় ভারতীয় আগ্রাসনের কারণে 'মসজিদে আজান হয় না, নামাজ হয় না।' গণমিছিলের পূর্বে এই সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জাতীয় পার্টির (ম-না) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডাঃ এম এ মতিন, ইসলামী ঐক্যজোটের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, সাদেক হোসেন খোকা, জামায়াতের মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, এটিএম আজহারুল ইসলাম, জাপার (ম-না) সুনীল গুপ্ত, সাইফুর রহমান, ইসলামী ঐক্যজোটের আহমদ আবদুল কাদের, আবদুর রব ইউসুফী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পল্টন ময়দানের আউটার স্টেডিয়াম সীমায় একটি ট্রাকের উপর মঞ্চ স্থাপন করিয়া নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। চারদলীয় নেতা-কর্মীরা ব্যানার হাতে মিছিল সহকারে সমবেত হন। অনেকের হাতে ছিল নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষ। নাশকতামূলক সহিংসতা হইতে পারে এমন প্রচারণার পরও বিকাল সাড়ে ৫টার মধ্যে পল্টন ময়দানের ডিআইটি অংশ বাদে এদিকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেট পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। তবে সমাবেশে জাতীয় পার্টির (ম-না) কয়েকটি মাত্র মিছিল লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিকাল ৫টা ৫০ মিনিটে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণমিছিল শুরু হয়। মিছিলটি দৈনিক বাংলার মোড় হইয়া বিএনপি কার্যালয়ের সম্মুখ দিয়া বিজয়নগর মোড়ে শেষ হয়। বিএনপি'র মিছিলের পর পর্যায়ক্রমে জামায়াত, জাপা (ম-না) ও ইসলামী ঐক্যজোটের মিছিল ছিল। চারদলের পক্ষ হইতে সমাবেশ ও মিছিলে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

বেগম খালেদা জিয়া পদে পদে ব্যর্থতার জন্য অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবী করিয়া বলেন, সীমান্তে ভারতীয় হামলা প্রমাণ করে যে, এই অযোগ্য নতজানু সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নাই। তিনি বলেন, রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে নৃশংস হত্যাকান্ডের সঙ্গে সরকার জড়িত। যাহারা ধরা পড়িয়াছে তাহারা সরকার দলীয় লোক। সরকার বিরোধী দলের উপর দোষ চাপাইয়া ব্যর্থতাকে আড়াল করিতে চায়। তিনি সরকারকে সন্ত্রাস বন্ধ করার আহবান জানাইয়া বলেন, ২৩শে এপ্রিল হইতে ৭২ ঘন্টার হরতালে সন্ত্রাস করা হইলে আমরা উপযুক্ত জবাব দিব। সন্ত্রাস করেন আপনারা আর নাম দেন বিরোধী দলের। দেখিয়া আসেন ফেনীতে জয়নাল হাজারী কি করিতেছে। হাজারীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করিতে হইবে। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমরা মনে করি শুকনা মওসুমে নির্বাচন হওয়া উচিত। এ কারণে মে মাসেই নির্বাচন চাহিয়াছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মদিনা শরীফে বলিলেন, ১২ই জুনের মধ্যে নির্বাচনের কথা। তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য মদিনা শরীফে মিথ্যা বলিয়াছেন। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। তিনি বলেন, হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকার। শান্তি মিছিলের নামে অস্ত্রধারীদের রাস্তায় নামান হয়। এমপি ইকবাল শান্তি মিছিল হইতে ৪ জনকে হত্যা করিয়াছে অথচ তাহাকে ধরা হয় না। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দিয়া জেলখানা ভরা হইয়াছে। খালেদা জিয়া বলেন, চারদলীয় ঐক্য থাকিলে আওয়ামী লীগ আগামীতে ক্ষমতায় আসিতে পারিবে না, সীট কমিয়া যাইবে। এই কারণে ঐক্য ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করিতেছে। ২/৪ জন বেঈমান কমিয়া গেলে ঐক্যের ক্ষতি হয় না। ৪ ও ৭ দলীয় ঐক্যের মাধ্যমে এমন সরকার প্রতিষ্ঠা করিব, যেখানে সকল ধর্মের মানুষ শান্তিতে থাকিবে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, বাংলাদেশে আক্রমণের জন্য ভারতকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাহিতে হইবে। গত ৫ বছরে বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তে ৩১২ বার হামলা ও জমি দখল করিয়াছে। ১৪২ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করিয়াছে। রমনা বটমূলে পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বোমা হামলা করা হইয়াছে। তাহার পরদিন টাইমস অব ইন্ডিয়ায় 'পরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার' কাহিনী ছাপা হইয়াছে।

ডাঃ এম এ মতিন এরশাদকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, ঐক্যের খাতিরে খালেদা জিয়ার পায়ের নীচে বসেন নাই। তিনি অভ্যাসবশতঃ পায়ের নীচে বসিয়াছিলেন, এরশাদের অভ্যাস ভাল মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসা।

মান্নান ভুঁইয়া বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করিতে পারে নাই সরকার নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে। তিনি রমনা বটমূলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন।

খালেদা চাহিয়াছিলেন আমি যেন জেলে থাকি ঃ এরশাদ

রংপুর সংবাদদাতা ॥ জাপা (এ) চেয়ারম্যান এইচ,এম এরশাদ গতকাল বৃহস্পতিবার ৩ দিনের সফরে রংপুরে আসার সময় বিভিন্ন পথসভায় বলিয়াছেন, বিএনপি ও বিরোধী দলীয় নেত্রী চাহিয়াছিলেন– আমি যেন জেলে থাকি। যাহাতে আমার দলে যাহারা আছে তাহারা আস্তে আস্তে সবাই বিএনপিতে চলিয়া যায়। জাপা (এ) নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। গতকাল সৈয়দপুরে আসার পর তিনি সৈয়দপুর হাইস্কুল মাঠ, রংপুরের তারাগঞ্জ, উপজেলা এবং সদর উপজেলার পাগলাপীর এলাকায় ৩টি পথসভায় এরশাদ আরও বলেন, আমার দলের মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুর জাপা (এ) কে বিএনপি'র কাছে বিক্রি করিয়া দেয়। নির্বাচনের জন্য অনেক অর্থের আশ্বাস তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সেই সঙ্গে আমাকে জেলে রাখার সকল আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহার বিনিময়ে মঞ্জুরকে এল,জি,ই,ডি মন্ত্রী করা হইত। ইহাই ছিল ভিতরের খবর ও ষড়যন্ত্র।

পথসভায় এরশাদ আরও বলেন, আমি যখন জেলে তখন জাপার (এ) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে রওশন এরশাদ বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহাকে এককাপ চা খেতে দেওয়া হয় নাই।

তাহার সহিত চরম দুর্ব্যবহার করা হয়। আমি হইলাম চার জোটের রূপকার অথচ আমাকে জেলে নেওয়ার পর বেগম জিয়া কিংবা মঞ্জুর একবারও আমার মুক্তির জন্য বলেন নাই। অথচ লিখিত অঙ্গীকার ছিল জোটের কোন নেতাকে জেলে নেওয়া হইলে আন্দোলন হইবে, হরতাল হইবে। এই ব্যাপারে আমার দলের মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুর বলিয়াছিল স্যার কোন চিন্তা করিবেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আপনাকে মুক্ত করার চেষ্টা হইবে। রংপুরে বেগম জিয়া বলিলেন– তিনি ক্ষমতায় গিয়া আমাকে জেল হইতে ছাড়াইয়া আনিবেন। নির্বাচন হইবে আগামী অক্টোবর মাসে। ৬ মাস আমি জেলে থাকিব ইহা কি করিয়া সম্ভব?

নীলফামারী ও সৈয়দপুর সংবাদদাতা জানান, জাতীয় পার্টি (এ) চেয়ারম্যান এরশাদ গতকাল সৈয়দপুর হাইস্কুল মাঠে এক জনসভায় বলেন, জাতীয় পার্টি (এ) ৪ দলীয় জোট ভাঙ্গে নাই। বরং বিএনপি'র উদ্দেশ্য ছিল জাপাকে (এ) বাদ দিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তাহাদের সে উদ্দেশ্যে সফল হয় নাই।

তিনি বলেন, সরকারের সহিত আঁতাত করিয়া নয় আইনগতভাবেই কারামুক্ত হইয়াছি। ৪ দলীয় জোট করা হইয়াছিল সকলের আপদে-বিপদে আগাইয়া আসা। কিন্তু বিএনপি তাহা করে নাই বরং জাপাকে (এ) বাহিরে রাখিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ছিল।

এরশাদের সংসদ সদস্য পদ শূন্য মামলার শুনানি ৯ই মে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সংসদ সদস্য পদ শূন্য ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া হাইকোর্টের রীট পিটিশনের শুনানি আগামী ৯ই মে অনুষ্ঠিত হইবে। গতকাল বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ জাতীয় সংসদের স্পীকারের নিয়োজিত আইনজীবী ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের পক্ষে ব্যারিষ্টার তানিয়া আমির রীট পিটিশনের শুনানির জন্য প্রস্তুত হন। বিচারপতি মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ব্যারিষ্টার তানিয়া আমিরের বক্তব্য শ্রবণ করার কালে সরকার পক্ষের ডেপুটি এটর্নী জেনারেল ওবায়দুল রহমান মোস্তফা শুনানির জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া বলেন, সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম সরকারের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করিবেন। কাজেই সময়ের প্রয়োজন।

এই পর্যায়ে আদালত আগামী ৯ই মে শুনানির জন্য সময় মঞ্জুর করেন। এরশাদের পক্ষে ছিলের এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন। উল্লেখ্য, গত বৎসর ২৪শে আগষ্ট কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের ৫ বছর কারাদন্ড ও প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা জরিমানার প্রেক্ষিতে সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী গত বছর ৩০শে আগষ্ট সংবিধানের ৬৬ (২) ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এরশাদের সংসদ সদস্য পদ শূন্য ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া এরশাদ হাইকোর্টে রীট পিটিশন পেশ করেন।

আজ নোয়াখালীতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ক্রিকেট শুরু

সংবাদদাতা ॥ জাতীয় স্কুল ক্রিকেটের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অঞ্চলের খেলা আজ শুক্রবার মাইজদী শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে শুরু হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ৮টি জেলার চ্যাম্পিয়ন স্কুল টিম অংশগ্রহণ করিবে। অংশগ্রহণকারী দলগুলি হইতেছে চিটাগাং পুলিশ ইনষ্টিটিউশন (চট্টগ্রাম), চাঁদপুরের পুরান বাজার এম,এইচ, হাই স্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুল, কক্সবাজার প্রি ক্যাডেট স্কুল, লক্ষ্মীপুর সামাদ একাডেমী, বান্দরবান সরকারী হাইস্কুল, রাঙ্গামাটি সরকারী হাই স্কুল ও নোয়াখালী অরুণ চন্দ্র হাই স্কুল। একদিনের নকআউট পদ্ধতিতে এ খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। উদ্বোধনী দিনে খেলিবে চিটাগাং পুলিশ ইনষ্টিটিউশন ও চাঁদপুরের পুরান বাজার এম,এইচ, হাই স্কুল।